০৯-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ -শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ভোর বেলায় উঠে বাবাকে গুডমর্নিং করো, জ্ঞান চিন্তনে ব্যস্ত থাকো তাহলে খুশীর পারদ চড়তে থাকবে"

প্রশ্নঃ- প্রকৃত স্মরণ করার অর্থ কি ? তার প্রমাণ কি ?

উত্তর :- অনেক ধৈর্য, গাম্ভীর্য আর সঠিক ধারণা নিয়ে বাবাকে স্মরণ করাই হল প্রকৃত স্মরণ পদ্ধতি। যারা প্রকৃত স্মরণের পদ্ধতি দ্বারা স্মরণ করে তারা অতিরিক্ত মাত্রায় কারেন্ট অর্জন করে। তাদের পাপের বোঝা নেমে যায়। আত্মা সতোপ্রধান হয়। তাদের আয়ু বাড়ে, তারা বাবার সার্চ লাইট প্রাপ্ত করে।

ওমশান্তি। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা ততত্বম (তুমিও আমারই মতো) অর্থাৎ তোমরা আত্মারাও হলে শান্ত স্বরূপ। তোমাদের অর্থাৎ সর্ব আত্মাদের স্ব ধর্ম হল শান্তি। শান্তিধাম থেকে এখানে এসে টকি স্বরূপ ধারণ কর। এই কর্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত কর পার্ট প্লে করার জন্যে। আত্মা ছোট বড় হয়না। শরীর ছোট বড় হয়। বাবা বলেন আমি তো শরীরধারী নই। আমায় বাচ্চাদের সঙ্গে সম্মুখে দেখা করতে আসতে হয়। ধরো পিতা দ্বারা সন্তান জন্ম হয় , কিন্তু সেই সন্তান এইরকম বলবেনা যে আমি পরম ধাম থেকে জন্ম নিয়ে মাতা পিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। যদিও কোনো নতুন আত্মা আসে কারো শরীরে বা পুরানো আত্মা কারো শরীরে প্রবেশ করে তবুও এইরকম বলবেনা যে মাতা পিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তারা অটোমেটিক মাতা পিতা প্রাপ্ত করে। এখানে এই কথাটি হল নতুন। বাবা বলেন আমি পরম ধাম থেকে এসে বাচ্চাদের সম্মুয়খে উপস্থিত হয়েছি। বাচ্চাদের এসে নলেজ প্রদান করি কারণ আমি হলাম নলেজফুল, জ্ঞানের সাগর হলাম আমি, এসেছি বাচ্চারা তোমাদের পড়াতে , রাজ যোগ শেখাতে। রাজ যোগের শিক্ষা ভগবান-ই দিতে পারেন। কৃষ্ণের আত্মার এই ঈশ্বরীয় পার্ট নেই। প্রত্যেকের নিজস্ব পার্ট রয়েছে, ঈশ্বরের নিজস্ব পার্ট আছে।

এই ড্রামা কেমন ওয়ান্ডার ফুল এইসব কথা তোমরা এখন বোঝাও। এ হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, এটুকুও যদি স্মরণে থাকে তবেও পাকা হয়ে যায় যে আমরা সত্যযুগে যাচ্ছি। এখন সঙ্গমে আছি, তারপরে যেতে হবে নিজের বাড়ি অর্থাৎ পরমধামে তাই পবিত্র তো নিশ্চয়ই হতে হবে। অন্তরে খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। অহো ! বেহদের বাবা বলেন মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা আমায় স্মরণ কর তাহলেই তোমরা সত প্রধান হবে। বিশ্বের মালিক হবে। বাবা বাচ্চাদের কতখানি ভালোবাসেন। এমন নয় শুধু মাত্র টিচার রূপে পড়িয়ে বাড়ি ফিরে যান। ইনি তো হলেন পিতাও, শিক্ষকও। তোমাদের পড়ানও , স্মরনের যাত্রা করাও শেখান। এমন বিশ্বের মালিকে পরিণত করেন যিনি, পতিত থেকে পবিত্র করেন যিনি সেই বাবার সঙ্গে কত ভালোবাসা থাকা উচিত। সকাল সকাল উঠেই সর্ব প্রথম শিববাবাকে গুডমর্নিং করা উচিত। তোমরা যত ভালোবেসে স্মরণ করবে ততই খুশীতে থাকবে। বাচ্চাদের নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমরা সকালে উঠে বেহদের বাবাকে কতখানি স্মরণ করি। মানুষ তো ভক্তিও সকালেই করে তাইনা। কত ভালোবেসে ভক্তি করে। কিন্তু বাবা জানেন যে অনেক বাচ্চারা মন প্রাণ, প্রেম ভালোবাসা দিয়ে স্মরণ করেনা। সকালে উঠে বাবাকে গুডমর্নিং করলে, জ্ঞানের চিন্তন করলে খুশীর পারদ ঊর্ধ্বে থাকবে। বাবাকে গুডমর্নিং না করলে পাপের বোঝা নামবে কিভাবে। মুখ্য কথা হল স্মরণের। এর দ্বারা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্যে অনেক জমা হয়,

কল্প কল্পান্তর এই জমা ধন কাজে আসবে। খুব ধৈর্য সহকারে, গম্ভীরভাবে, বুঝে শুনে স্মরণ করতে হবে। মোটামুটি ভাবে যদিও বলা হয় আমরা বাবাকে খুব স্মরণ করি কিন্তু প্রকৃত স্মরণে পরিশ্রম আছে। যে বাবাকে বেশী স্মরণ করে সে কারেন্ট বেশী রিসিভ করে কারণ স্মরণের দ্বারা স্মরণ কানেক্ট হয়। যোগ ও জ্ঞান দুটি জিনিস কিনা। যোগের সাবজেক্ট আলাদা, খুব কঠিন সাবজেক্ট। যোগের দ্বারা-ই আত্মা সত প্রধান হয়। স্মরণের যাত্রা না করলে সতোপ্রধান হওয়া অসম্ভব। ভালো করে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করলে অটোমেক্যালি সহজেই কারেন্ট রিসিভ করবে , হেলদি হয়ে যাবে। কারেন্টের দ্বারা আয়ুও বাড়ে। বাচ্চারা স্মরণ করে তো বাবাও সার্চ লাইট দেন। বাবা কত বিশাল খাজানা বাচ্চারা তোমাদের দিয়ে দেন।

মিষ্টি বাচ্চারা এই কথাটি পাকা স্মরণে রাখবে যে, শিববাবা আমাদের পড়ান। শিববাবা হলেন পতিত পাবনও, সদগতি দাতাও । সদগতি অর্থাৎ স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্তি। বাবা কত মিষ্টি মধুর। কত স্নেহের সঙ্গে বসে বাচ্চাদের পড়ান। বাপ দাদার সাহায্যে আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবা হলেন কত মিষ্টি। কত ভালোবাসেন। কোনো কষ্ট দেন না। শুধু বলেন আমায় স্মরণ কর এবং চক্রকে স্মরণ কর। বাবার স্মরণে অন্তর স্থির হয়ে যাওয়া উচিত। একমাত্র বাবার-ই স্মৃতি থাকা উচিত কারণ বাবার কাছে খুব দামী বর্সা প্রাপ্ত হয়। নিজেকে দেখা উচিত আমাদের বাবার সঙ্গে কতখানি ভালোবাসা আছে। কতখানি আমাদের মধ্যে বাবার প্রতি ভালোবাসা আছে। কতখানি দৈবী গুণ আছে কারণ তোমরা বাচ্চারা এখন কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছ। যত যোগে থাকবে তত কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হবে , সত প্রধান হবে।ফুলে পরিণত হলে আর এইখানে থাকতে পারবেনা। ফুলের বাগান হল স্বর্গ। যে অনেককে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত জরে তাকেই প্রকৃত সুগন্ধিযুক্ত ফুল বলা হবে। কখনও কাউকে কাঁটা বিচ্ছেদ করবেনা। ক্রোধ হল বড় কাঁটা। অনেককে দুঃখ দেয়। এখন তোমরা বাচ্চারা কাঁটার দুনিয়া থেকে দূরে এসেছ , তোমরা এসেছ সঙ্গমে। যেমন মালি ফুলগুলিকে অন্য পাত্রে বের করে রাখে , ঠিক তেমনই তোমরা ফুল তোমাদের এখন সঙ্গম যুগী পাত্রে আলাদা রাখা হয়েছে। তারপর তোমরা ফুল রূপে স্বর্গে চলে যাবে। কলিযুগী কাঁটা ভস্ম হয়ে যাবে।

মিষ্টি বাচ্চারা জানে পারলৌকিক পিতার কাছে অবিনাশী বর্সা প্রাপ্ত হয়। যারা প্রকৃত বাচ্চা হবে তাদের বাপদাদার সঙ্গে সত্যিকারের ভালোবাসা থাকবে , তাদের খুব খুশীর অনুভব হবে। আমরা বিশ্বের মালিক হই। হ্যাঁ পুরুষার্থের দ্বারা বিশ্বের মালিক হওয়া যায়। শুধু বললে নয়। যারা অনন্য বাচ্চারা আছে তাদের সর্বদা এই কথা স্মরণে থাকবে যে আমরা নিজের জন্য পুনরায় সেই সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী রাজ্যের স্থাপনা করি। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা যত তোমরা অন্যদের কল্যাণ করবে ততই তোমরা তার রিটার্ন প্রাপ্ত করবে। অনেককে পথ বলে দেবে তো অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। জ্ঞান রত্নের ঝুলি ভরে দান করতে হবে। জ্ঞান সাগর তোমাদের রত্নের থালা ভরে দিয়েছেন। যারা সেসব রত্নের দান করে তারা-ই সকলের প্রিয় হয়। বাচ্চাদের মনে কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। সেন্সিবল বাচ্চারা বলবে আমরা বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা প্রাপ্ত করব। একেবারে আনন্দিত হবে। বাবার সঙ্গে খুব ভালোবাসা থাকবে কারণ তারা জানে যে জীবন দাতা বাবা আমাদের আপন হয়েছেন। নলেজের বরদান এমন দেন যার দ্বারা আমরা কি থেকে কি রূপে পরিণত হই। ইন্সল্ভেন্ট থেকে সলভেন্ট হই ! ভান্ডার এতখানি ভরপুর করে দেন। বাবাকে যত স্মরণ করবে তত ভালোবাসা অনুভব হবে , টান অনুভব হবে। সূঁচ পরিষ্কার হলে চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয় তাইনা। বাবার স্মরণ দ্বারা কাট মিটে যাবে। একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউ স্মৃতিতে যেন না থাকে।

যেমন স্ত্রী নিজের স্বামীকে কত ভালোবাসে। তোমাদেরও বিবাহের পূর্বে আশীর্বাদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে তাইনা! আশীর্বাদের অনুষ্ঠানের আনন্দ কখনও কম হয় কি ? শিববাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের আমার সঙ্গে আশীর্বাদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে , ব্রহ্মার সঙ্গে নয়। আশীর্বাদের পরে তাঁরই স্মৃতি থাকা উচিত।

বাবা বোঝাচ্ছেন মিষ্টি বাচ্চারা গাফিলতি কোরোনা। স্ব দর্শন চক্রধারী হও, লাইট হাউস হও। স্ব দর্শন চক্রধারী হওয়ার প্র্যাক্টিস থাকলে তোমরা জ্ঞানের সাগর হয়ে যাবে। যেমন স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করে টিচার হয়ে যায় তাইনা । তোমাদের এই হল পেশা। সবাইকে স্ব দর্শন চক্রধারী করো তবেই চরবর্তী রাজা রানী হবে তাই বাবা সর্বদা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন বাচ্চারা তোমরা স্ব দর্শন চক্রধারী স্বরূপে বসে আছ ? বাবাও স্ব দর্শন চক্রধারী কিনা। বাবা এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি বাচ্চাদের ফেরত নিয়ে যেতে। বাচ্চারা তোমাদের ছাড়া আমারও যেন অশান্তি অনুভব হয়। যখন সময় হয় তখন অশান্তি অনুভব হয়। এখনই ফিরিয়ে আনতে যাই। বাচ্চারা দুঃখে আর্তনাদ করে। দয়া হয়। এবারে বাচ্চারা তোমাদের ফিরে যেতে হবে আত্মার নিবাস স্থানে। তারপর সেখান থেকে তোমরা সহজেই সুখধামে চলে যাবে। সেখানে আমি তোমাদের সঙ্গী হব না। নিজের নিজের অবস্থা অনুযায়ী তোমাদের আত্মা চলে যাবে।

বাচ্চারা তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত আমরা রুহানী ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট। আমরা মানুষ থেকে দেবতা অথবা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি। এর দ্বারা আমরা সমস্ত ডিগ্রী প্রাপ্ত করি। হেল্থ ভালো রাখার এজুকেশন প্রাপ্ত করি , ক্যারেক্টার শুধরে নেওয়ার নলেজ প্রাপ্ত করি। হেল্থ মিনিস্ট্রি , ফুড মিনিস্ট্রি , ল্যান্ড মিনিস্ট্রি , বিল্ডিং মিনিস্ট্রি সবই এর মধ্যে এসে যায়। তোমরা হলে বড় মাপের ট্রেজারার। তোমাদের মতন অমূল্য খাজানা আর কারো কাছে থাকতে পারেনা। এমন ভাবে বাচ্চারা তোমাদের বিচার সাগর মন্থন করে রুহানী নেশায় থাকতে হবে।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যখন কোনো সভায় ভাষণ কর বা কাউকে বোঝাও তখন ক্ষণে ক্ষণে বলো যে নিজেকে আত্মা ভেবে পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো। এই রূপ স্মরনের দ্বারা তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে , তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। ক্ষণে ক্ষণে এই কথাটি স্মরণ করতে হবে। কিন্তু এই কথাটি তোমরা তখনই বলতে পারবে যখন নিজে স্মরণে থাকবে। এই বিষয়েই বাচ্চারা খুব দুর্বল। স্মরণে থাকবে তখন অন্যদের বোঝালে প্রভাব পড়বে। তোমাদের বেশী বলার প্রয়োজন নেই। আত্ম অভিমানী হয়ে একটু বোঝালেও তীর লেগে যাবে। বাবা বলেন পাস্ট ইজ পাস্ট অর্থাৎ যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। এবারে সর্ব প্রথম নিজেকে পরিবর্তন কর। নিজে স্মরণ করবেনা আর অন্যদের বলবে , এইরূপ মিথ্যা ভাবনা নিয়ে চলতে পারবেনা। অন্তরে দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে। বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভালোবাসা নেই অর্থাৎ শ্রীমৎ অনুসারেও চলবেনা।বেহদের বাবার মতন শিক্ষা তো আর কেউ দিতে পারেনা। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়াকে এবারে ভুলে যাও। পরে গিয়ে তো সব ভুলেই যেতে হবে। বুদ্ধি যুক্ত থাকে শান্তিধাম ও সুখধামের দিকে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। পতিত আত্মারা যেতে পারবেনা। সেইটি হল পবিত্র আত্মাদের নিবাস। এই শরীর পঞ্চ তত্বে নির্মিত। তাই পঞ্চ তত্ব এই স্থানে নিবাসের জন্যে আকৃষ্ট করে কারণ আত্মা যেন এখানকার সম্পত্তি ধারণ করেছে , তাই শরীরের

প্রতি মমত্ব থাকে। এবারে এসবের থেকে মমত্ব মিটিয়ে নিজ গৃহে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তো পাঁচ তত্ব হয়না। সত্যযুগেও শরীর যোগ বলের দ্বারা নির্মিত হয় , প্রকৃতি সত প্রধান হয় তাই আকৃষ্ট করেনা। দুঃখ হয়না। এইসব খুবই গুহ্য বুঝবার কথা। এখানে পঞ্চ তত্বের বল আত্মাকে আকৃষ্ট করে তাই শরীর ত্যাগ করার ইচ্ছে হয়না। যদিও এই বিষয়ে খুশী হওয়া উচিত। পবিত্র হয়ে শরীর এমন সহজ ভাবে ত্যাগ হবে যেন মাখনের মধ্যে থেকে চুল বের করা হয়। সুতরাং শরীরের প্রতি , অন্য সব কিছুর প্রতি মমত্ব মিটিয়ে দিতে হবে। এর সঙ্গে আমাদের কোনও কানেকশন নেই। আমরা ফিরে যাই বাবার কাছে। এই দুনিয়া থেকে আমরা অনেক আগেই নিজের ব্যাগ ব্যাগেজ প্যাক করে পাঠিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে তো যাবেনা। শুধু আত্মাদের ফিরতে হবে। শরীর টি ও ত্যাগ করে যেতে হবে। বাবা নতুন শরীরের দর্শন করিয়েছেন। হীরে জহরাতের মহল প্রাপ্ত হবে। এমন সুখধামে যাওয়ার জন্যে কত পরিশ্রম করা উচিত। ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। রাতদিন খুব ধন উপার্জন করতে হবে তাই বাবা বলেন যে নিদ্রা জিত বাচ্চারা , মামেকম স্মরণ করো এবং বিচার সাগর মন্থন করো। ড্রামার রহস্য টি বুদ্ধিতে রাখলে বুদ্ধি একেবারে শীতল হয়ে যায়। যে বাচ্চারা মহারথী হবে তারা অচল থাকবে। শিববাবা কে স্মরণ করলে তিনি সামলাবেন।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তি দান করেন। তোমাদেরও শান্তি দান করতে হবে। তোমাদের এই বেহদের শান্তি অর্থাৎ যোগ বল অন্যদেরও একদম শান্ত করে দেবে। চটপট জেনে যাবে। এরা আমাদের কুলের কিনা। আত্মার খুব সহজে টান অনুভব হবে যে ইনি হলেন আমাদের বাবা। নাড়ি দেখতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে দেখো যে এই আত্মা আমাদের কুলের কিনা। যদি হবে তবে একদম শান্ত হয়ে যাবে। যারা এই কুলের হবে তাদেরই এইসব কথায় রুচি আসবে। বাচ্চারা স্মরণ করে তো বাবাও স্নেহ করেন। আত্মাকে স্নেহ করা হয়। এই কথাও জানে যারা অনেক ভক্তি করেছে তারা-ই বেশি পড়াশোনা করবে। তাদের মুখশ্রী দেখে বোঝা যাবে যে তারা বাবাকে কতটা ভালোবাসে। আত্মা বাবাকে দেখে। আমরা আত্মা বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবাও বোঝেন কত সূক্ষ্ম বিন্দু আত্মাকে পড়াই। পরের দিকে তোমাদের এমন অবস্থা হবে। বুঝবে আমরা ভাই ভাইকে পড়াই। চেহারা বোনের হলেও দৃষ্টি আত্মার দিকে যাবে। শরীরের দিকে একেবারেই যেন দৃষ্টি না যায় , এতেই পরিশ্রম আছে। এইসব খুব গুহ্য কথা। খুব উঁচু এই পড়াশোনা। ওজন করলে এই পড়াশোনার দিকটা খুব ভারী হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অতীতকে অতীত ভেবে প্রথমে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। আত্ম অভিমানী থাকার পরিশ্রম করতে হবে। বেশি কথা বলবে না ।

২) নিজের ঝুলি জ্ঞান রত্নের দ্বারা ভর্তি করতে হবে এবং সেসব রত্নের দান করে অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে । সকলের প্রিয় হতে হবে। অপার খুশীর অনুভূতিতে থাকতে হবে।

বরদান :- যথার্থ শ্রেষ্ঠ হ্যান্ডলিং দ্বারা সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী সকলের স্নেহী হও।

ব্যাখা: যেমন বাবা কোনও বাচ্চার দুর্বলতা দেখেন না, সাহস জুগিয়ে দেন, বলেন – তোমরা আমার ছিলে, আছো এবং সদা থাকবে, এমন ভাবে ফলো ফাদার করো। প্রত্যেকের বিশেষত্ব দেখে সম্বন্ধ সম্পর্কে এগিয়ে যাও তাহলেই আত্মাদের মনে স্বতঃ আত্মিক স্নেহ উৎপন্ন হবে এবং বাবার সাথে সাথে সকলের স্নেহী হয়ে যাবে। যেখানে আত্মিক স্নেহ থাকে সেখানে সদা সকলের দ্বারা সদ্ভাবনা, সহযোগের ভাবনা স্বতঃই আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাপ্ত হবে, একেই রূহানী হ্যান্ডলিং বলা হয়।

স্লোগান : নিজের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের একাগ্রতা দ্বারা, অন্য আত্মাদের চঞ্চল বুদ্ধিকে একাগ্র করে দেওয়াই হল প্রকৃত সেবা।